দৈনিক
ইত্তেফাক

2 1 JAN 2010

তারিখ 2 1 JAN 2010
পৃষ্ঠা

সৈয়দপুরের অধিকাংশ স্কুলে কম্পিউটার প্রধান শিক্ষকের কক্ষে

■ সৈয়দপুর সংবাদদাতা

সৈয়দপুর উপজেলার অধিকাংশ স্কুলের কম্পিউটার প্রধান শিক্ষকের রুমে শোভা পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার পরিবর্তে স্কুলের কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে ব্যবসায়িক, পারিবারিক কাজে। নিরাপত্তার অভাবে অনেক স্কুলের কম্পিউটার শোভা পাচ্ছে প্রধান শিক্ষকের বাড়ির ড্রইং রুমে। এছাড়া স্কুলের গুদামঘর ও যত্রতত্র পড়ে নষ্ট হচ্ছে লাখ লাখ টাকা মূল্যের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী। অনেক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার থাকলেও খোয়া গেছে কিংবা দীর্ঘ দিন পড়ে থাকায় নষ্ট হয়ে গেছে অনেক মূল্যবান যন্ত্রাংশ। এসব তথ্য মিলেছে জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৫০ জন ছাত্র-শিক্ষকের সাথে কথা বলে।

অনেক ছাত্র-ছাত্রী জানেনা কম্পিউটারের 'মাউস' কি? তারা জানেনা তাদের হাতে-কলমে শেখার জন্যে লাখ লাখ টাকা মূল্যের কম্পিউটার বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে গুদামে কিংবা প্রধান শিক্ষকের বাসকামড়ায়। অনেক প্রধান শিক্ষকই জানেনা কম্পিউটারের ব্যবহার সেকারণে এ বিষয় নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা খুব একটা নেই। অথচ লাখ লাখ টাকা মূল্যের কম্পিউটার অযত্নে পড়ে আছে যত্রতত্র। বিদ্যালয়ে আছে কম্পিউটার ও আছে শতভাগ বেতন-ভাতাভোগী শিক্ষক কিন্তু নেই শুধু বিদ্যুৎ।

নীলফামারী জেলার প্রায় আড়াইশ' বিদ্যালয়ের ৯০ ভাগ কম্পিউটারই পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গ্রামের বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই বিদ্যুৎ সংযোগ নেই অথচ শিক্ষা বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজোশে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিগত বছরগুলিতে নিয়োগ দেয়া হয় কম্পিউটার শিক্ষক। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ কম্পিউটার প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের বিবি-বাচ্চাদের গেম খেলা শেখানোর কাজে ব্যবহার হচ্ছে তাদের বাড়িতে। সরজমিনে একাধিক বিদ্যালয়ে গিয়ে কম্পিউটার ক্লাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্কুল-মাদ্রাসায় কম্পিউটার ও শিক্ষক থাকলেও শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে শিক্ষাদানের তেমন একটা উৎসাহ যোগানো হচ্ছেনা। অথচ উক্ত বিষয়ের শিক্ষকরা বসে বসে শতভাগ সরকারি বেতন-ভাতার অংশ উত্তোলন করছেন।